তারিখ 03 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক বাংলা

৩৩

এইচএসসি ফল বিপর্যয় ঃ ঢাকা বোর্ড ছাত্রছাত্রীদের উপরই দায় চাপাচ্ছে

রুহুল গনি জ্যোতি ঃ কম্পিউটারে পরীক্ষার ফল প্রকাশের নামে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এবারও এইচএসসি পরীক্ষার ফলে বিপর্যয় ঘটেছে। ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে শূন্য পাওয়ার ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া তো দূরের কথা পাসই করতে পারেনি।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল সংশোধন করতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষার পাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন পত্র চেয়েছে। আগামী ৩০ নবেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বোর্ড অফিসে এই আবেদন পত্র জমা নেয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বোর্ড অফিসে যোগাযোগ করা হলে কন্ট্রোলার জানান, আবেদনপত্র জমা নেয়ার পরই কেবল কতজন ছাত্রছাত্রী এই ফল বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে তা বলা যাবে। তিনি বলেন, হাজার খানেক ছাত্রছাত্রী হয়তো প্রকৃতই ত্রুটিপূর্ণ ফলাফলের শিকার হয়েছে। তবে পড়াশুনা না করে পরীক্ষায় খারাপ করা অনেক ছাত্রছাত্রীও এই সুযোগ নিতে চাচ্ছে।

বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের এই ত্রুটির কারণ তারা নিজেরাই। কম্পিউটার শীটে পরীক্ষার রোল নম্বর ভুল করা, পরীক্ষার বিষয়ের কোড নম্বর ভুল লেখা অথবা কোন কোড নম্বর উল্লেখ না করার কারণে এই ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

এইচএসসি ফল বিপর্যয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী গার্লস কলেজের একজন ছাত্রী জানান, কম্পিউটার শীটে ছাত্রছাত্রীরা ভুল করে থাকলে তা দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনভেজিলেটরের। কারণ পরীক্ষার প্রবেশপত্রের সাথে কম্পিউটার শীটটি মিলিয়ে দেখেই তাদের উক্ত শীটে স্বাক্ষর করার কথা। সে জানায়, এই ধরনের ভুল যদি হয়েই থাকে তবে সংগত কারণে তা অনেক আগেই বোর্ড কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার চোখে পড়ার কথা। এজন্যে পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত হতে পারতো। কিন্তু তা না হয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সবার চোখ এড়িয়ে গেল। এটা অস্বাভাবিক যার সাথে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সারা জীবনের স্বপ্ন-সাধ জড়িত। তা নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী।

রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ৫ জন মেধাবী ছাত্রী এই ধরনের সমস্যার শিকার হয়ে ফেল করেছেন। এই ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপিকা সৈয়দা শামসে আরা হোসেন জানান, এই পাঁচ জন ছাত্রীর সবারই মোট নম্বর মিলিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনের মার্কস রয়েছে। ইংরেজী প্রথম পত্রে ওরা যথাক্রমে ৫৫, ৪৫ ও ৩৩ পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে তাদের শুধুমাত্র দুটি করে শূন্য দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, যে মেয়েটি ইংরেজী প্রথম পত্রে ৫৫ পেয়েছে দ্বিতীয় পত্রে কমপক্ষে ১৫/২০ তো সে পাবে। শূন্য পাওয়া তার জন্যে অসম্ভব। তিনি বলেন, নিশ্চয় রেজাল্ট প্রকাশের কোথাও কোন গলদ আছে যার জন্য এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হলেই এইসব সমস্যা এড়াতে পারতেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরীক্ষার ফল খারাপ করায় একটি জীবনের জন্য কত কিছুই ঘটতে পারে। আত্মহত্যাও করে বসতে পারে কেউ কেউ। এই বিষয়টি বোর্ড কর্তৃপক্ষের অবশ্যই ভাবা উচিত ছিল। একটু সচেতন হলে, টেব্যুলেশনের সময় একটু ভালভাবে মিলিয়ে দেখলেই এই সব ভুল টেব্যুলেটরদের চোখে পড়ার কথা।

তিনি এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ ফল প্রকাশের সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে বলেন, প্রযুক্তির নামে বার বার একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি ক্ষমতা করা যায় না। তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের মত স্পর্শকাতর বিষয় দক্ষ হাতেই করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির নামে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কেউ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দেয়নি।